ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

ফিচার-৬১(আগরতলা-০৭।১২)
সাব্রুম,৭ ডিসেম্বর,২০১৭।।

উন্নয়নের ছোঁয়া পঞ্চায়েতের সর্বত্র

।। মনোরঞ্জন দাস ।।

গ্রামের উন্নয়ন ছাড়া রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই বর্তমান রাজ্য সরকারের অন্যতম লক্ষ্য গ্রামের উন্নয়ন। রাজ্যে ত্রি-স্তরীয় পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটানোর লক্ষ্যে নানা উন্নয়নমূলক কর্মসূচির বাস্তবায়ন ঘটানো হচ্ছে। দৌলবাড়ি তেমনি একটি গ্রাম পঞ্চায়েত। সাব্রুম মহকুমা শহরের নিকটে ফেণী নদীর তীরবর্তী গ্রাম দৌলবাড়ি। সাব্রুম শহর থেকে দূরত্ব মাত্র এক কিলোমিটার। ভারত-বাংলাদেশ সীমানা ঘেঁষে মসৃণ কালো পিচ ঢালা রাস্তা চলে গেছে মনুঘাটের দিকে। কৃষি প্রধান শস্য-শ্যামলা একটি সুন্দর গ্রাম দৌলবাড়ি। গ্রামের পূর্বে সাব্রুম নগর পঞ্চায়েত, পশ্চিমে ব্রজেন্দ্রনগর পঞ্চায়েত, দক্ষিণে ফেণী নদী, আর উত্তরে দমদমা পঞ্চায়েত। দৌলবাড়ি পঞ্চায়েতের বেশিরভাগ মানুষ কৃষিজীবী। অল্প সংখ্যক কর্মচারী ও শ্রমজীবী মানুষ রয়েছেন গ্রামে। ৫৬৩টি পরিবারের ২২০৯ জন মানুষ এই গ্রামে বাস করেন।

এর মধ্যে তপশীলি জাতি পরিবার ১৮২টি। তপশীলি উপজাতি পরিবার ৩৮টি, ও বি সি পরিবার ২৬৫টি, সাধারণ পরিবার ৭৮টি। তার মধ্যে দরিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী পরিবার ৩১১টি। এ পি এল রেশন কার্ড ৩৫৯টি। বি পি এল রেশন কার্ড ১২৬টি। অন্ত্যোদয় কার্ডে চাল পায় ৭৬টি পরিবার। অন্নপূর্ণা কার্ডে চাল পায় ২টি পরিবার। বিভিন্ন সামাজিক ভাতা প্রাপক প্রকল্পের মধ্যে বার্ধক্যভাতা পাচ্ছেন ১৩৭ জন। প্রতিবন্ধী ভাতা পাচ্ছেন ৭ জন। বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা ভাতা পাচ্ছেন ৫২ জন। রেগার জবকার্ডধারী রয়েছেন ৪৭৬ জন। স্বসহায়ক দল আছে ১২টি, এ এস এস পি-তে সুবিধাভোগী রয়েছেন ৯২ জন, শিশু-কিশোরদের পড়াশোনার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে ৩টি, মাধ্যমিক ১টি এবং অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র রয়েছে ৫টি। দৌলবাড়ি পঞ্চায়েতের মানুষের পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে রয়েছে গভীর নলকূপ ২টি, অগভীর নলকূপ ১টি, টিউবওয়েল ৫৯টি, সেনিটারী ওয়েল ৫টি। পানীয় জল সরবরাহের জন্য ৩.৬ কিলোমিটার পাইপ লাইন রয়েছে। মার্ক-টু আছে ৮টি। পঞ্চায়েতের মোট আয়তন প্রায় ১২ বর্গ কিলোমিটার। চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ৫৭০ হেক্টর। চাষ হয় ৩৭৫ হেক্টর জমিতে। সেচের আওতাধীন জমির পরিমাণ ৩২৪ হেক্টর। সেচের জন্য রয়েছে ৫টি এল আই স্কীম। ফলে দু-ফসলী জমি বেড়ে হয়েছে ৬৫ হেক্টর। তিন ফসলী জমির পরিমাণ ১০ হেক্টর। আর এক ফসলী জমির পরিমাণ ২৮৫ হেক্টর। গ্রামের প্রধান উৎপাদিত ফসল ধান।

কানি প্রতি এখানে ধানের গড় উৎপাদন ৮৫০ কেজি। নানা জাতের সব্জী উৎপাদনেও এ গ্রাম অনেক এগিয়ে। ২৮ হেক্টর জমিতে হয়েছে রাবার চাষ। মৎস্য চাষেও এ গ্রামের সুনাম রয়েছে। ১২১টি জলাশয়ের ২৭৫ হেক্টর জলাশয়ে মৎস্য চাষ করা হয়। বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন ১২,৭২৭

মেট্রিক টন। প্রাণী পালন, হাঁস-মুরগী পালনও এ গ্রামের মানুষের অন্যতম উপজীবিকা। তাই গ্রামের মানুষের মাংস, ডিম ও দুধের চাহিদা পূরণ করে তা বাজারে বিক্রির মাধ্যমে বেশ কিছু পরিবার স্বনির্ভরতার পথে এগিয়ে গেছে অনেক দূর। স্থানীয় পঞ্চায়েতের সহায়তায় একদিকে খাদ্য উৎপাদন, মৎস্য চাষ, পশু পালনের মাধ্যমে মাছ, মাংস ও দুধ উৎপাদনে এই পঞ্চায়েত স্বনির্ভর হয়ে উঠছে। বাড়ছে গ্রামবাসীদের রোজগার।

খাদ্য উৎপাদনের নিরিখে এই পঞ্চায়েতকে সাব্রুম মহকুমার 'শস্য ভান্ডার' বলা যেতে পারে। গ্রামকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার পাশাপাশি চলছে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ও স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে গ্রামে নির্মাণ করা হয়েছে ১৬ কিলোমিটার রাস্তা। ৫ কিলোমিটার পাকা রাস্তা, ৯ কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা আর ৩২ কিলোমিটার ইট বিছানো রাস্তা। রাস্তা-ঘাটের উন্নয়ন ছাড়াও গত অর্থবর্ষে রেগা কর্মসূচিতে সাতচাঁদ ব্লকের উদ্যোগে দৌলবাড়ি পঞ্চায়েতে নানা উন্নয়নমূলক কাজের বাস্তবায়নে ৫৪ লক্ষ ৮৬ হাজার ৭৭৮ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এতে কর্মসংস্থান হয়েছে ৩৩ হাজার ৩৬ শ্রমদিবস। উন্নয়ন কাজের মধ্যে ১০৫ জন কৃষকের ফসলের জমি সমতল করে চাষযোগ্য করে তোলা হয়েছে। মৎস্য চাষের জন্য পুকুর খনন হয়েছে ৩ পরিবারের। ১ পরিবারের পুরাতন পুকুর সংস্কার করা হয়েছে। জল নিকাশি নালা সংস্কার হয়েছে ১১টি। রাস্তা সংস্কার হয়েছে ১টি। অন্যদিকে, পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিল থেকে ৪ লক্ষ ৯৭ হাজার ৫৩৯ টাকা ব্যয় করে বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের বাস্তবায়ন হয়েছে দৌলবাড়িতে। পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে ১০টি নতুন টিউবওয়েল বসানো হয়েছে। ৫টি পুরাতন টিউবওয়েল মেরামত করে সচল করে তোলা হয়েছে। ২টি পানীয় জলের পাইপ লাইন মেরামত করা হয়েছে। গ্রামের মানুষের সংস্কৃতি বিকাশে লোক সংস্কৃতি উৎসব, বৃক্ষ রোপণ উৎসব, রবীন্দ্র, নজরুল, সুকান্ত জয়ন্তী পালন সহ নানা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে।

এভাবে একদিকে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, পরিষেবামূলক উন্নয়ন ও স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে দৌলবাড়ি পঞ্চায়েত মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটাচ্ছে। জনগণের কল্যাণকর ত্রি-স্তরীয় পঞ্চায়েতের সুফল লাভ করে দৌলবাড়ি পঞ্চায়েত এগিয়ে যাচ্ছে উন্নয়নের অভিমুখে।

*****